ভূদেব মুখোপাধ্যায় : সময় ও সৃষ্টি

গবেষণার সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

মিঠু জানা

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড° লায়েক আলি খান

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

লায়েক আলি খান
এম.এ. পিএইচ.ডি. ডি.লিট্
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন কাজী নজরুল প্রফেসর
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
কবি নিত্যানন্দ পুরস্কার
ঋষি বঙ্কিম স্মারক সম্মান ও
লিপিকা সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

Layak Ali Khan
M.A. Ph.D. D.Lit
Professor, Dept. of Bengali
Vidyasagar University
former Kazi Nazrul Professor
Dept. of Bengali
Bardwan University
Kabi Nityananda Puraskar
Rishi Bankim Smarak Samman &
Lipika Sahitya Puraskar owner.

তাং:

গবেষিকা মিঠু জানা আমার তত্ত্বাবধানে 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়: সময় ও সৃষ্টি' বিষয়ে দীর্ঘ ৪ বছরেরও অধিককালের পরিশ্রমে গবেষণা সমাপ্ত করেছেন।

তাঁর এই গবেষণাকর্ম একান্তভাবে মৌলিক। এই গবেষণাকর্ম বা এর কোন অংশবিশেষ অন্য কোন ডিগ্রীর জন্য কোথাও তিনি জমা দেননি।

মিঠু জানা'র এই গবেষণা পত্রটি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ. ডি উপাধির জন্য জমা দেওয়ার সুপারিশ করছি।

তাং

(ড° লায়েক আলি খান)
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ,
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

ঈদগাহ্ মহল্লা, মীর্জাবাজার, মেদিনীপুর-৭২১১০১// মোবাইল: ৯৪৭৪৮৯২০২৫, ৯৪৩৩২৩৬৪৮৬
Idgah Mahalla, Mirzabazar, Midnapore-721101, Mobile: 9474892025, 9433236486

আমি মিঠু জানা। আমার গবেষণার বিষয়-ভূদেব মুখোপাধ্যায় : সময় ও সৃষ্টি। এই গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় ড. লায়েক আলি খান মহাশয়। আমার এই গবেষণা একান্তভাবে মৌলিক। আমার এই গবেষণাকর্ম বা তার অংশবিশেষ অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আমি জমা দিই নি।

আমার গবেষণার বিষয় ছিল— 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়: সময় ও সৃষ্টি'। পরিকল্পিত আলোচনাটি আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এই গবেষণা কর্মটিকে সমাপ্ত করতে আমার প্রায় চার বছর সময় লেগেছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি যেভাবে অধ্যায় ক্রমে বিন্যস্ত ছিল, আমরা প্রায় সেগুলিকে অনুসরণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়ের নাম: ভূদেব মুখোপাধ্যায়: জীবন ও সমকাল।

এখানে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমকালীন প্রেক্ষাপটে ভূদেবের দীর্ঘ ৬৯ বছরের জীবনের ইতিবৃত্ত রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সূত্রে ভূদেবের জন্ম, বংশপরিচয়, শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী, পত্রিকা-সম্পাদনা, সাহিত্য-সাধনা ও প্রশাসনিক ক্রিয়াকর্মের সামগ্রিক পরিচয়টিও উল্লিখিত হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, উনিশ শতকের নবজাগরণের অভিঘাতে আন্দোলিত হয়েছে ভূদেবের জীবন ও মনন। এই সময়ে আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের সঙ্গে প্রাচ্য ভাবধারার সংঘাতে নতুন করে জেগে উঠেছে বাঙালী জাতি। স্বভাবতই বাঙালী জীবন ও সাহিত্যে, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে ঘটেছিল চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ। মোটকথা এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব ও নবচেতনার প্রেরণঅ ও প্রভাবে ভূদেব-মনন পরিণত হতে থাকে। ভূদেবের নিয়মনিষ্ঠা, আচারনিষ্ঠতা, যুক্তিনিষ্ঠতা, শিক্ষামনস্কতা, চিন্তাশীলতা, প্রগতিশীলতা, সমাজমনস্কতা, সংযমশীলতা, অসাম্প্রদায়িকতা— এই সবই মনস্বী ভূদেবের মানস বৈশিষ্ট্য। কারণ তিনি সমকালীন অন্যানদের মতো নবচেতনার জোয়ারে ভেসে যাননি— বরং উনিশ-শতকীয় অস্থিরতার গরল পান করে হয়ে উঠেছিলেন স্থিতধী নীলকণ্ঠ। আমরা এই সমকালীন প্রেক্ষিত ও পটভূমিতেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পীসত্তার ক্রমবিকাশের সংবাদ সংগ্রহ করতে চেয়েছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়র নাম ছিল: ঐতিহ্য ও আধুনিকতা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় একাধারে যেমন ছিলেন নবচেতনার প্রাণপুরুষ, তেমনই অন্যদিকে তাঁর মধ্যে ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়াসটিও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তাই এই অধ্যায়ে ভূদেবের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যুগপৎ চেতনার পরিচয়টি তুলে ধরা হয়েছে। আমরা জানি যে, এই সময়ে পাশ্চাত্য মিশনারীদের ক্রিয়াকর্ম, ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও ডিরোজিও'র প্রভাবে উত্তাল ছিল বঙ্গদেশ। তাই অন্ধ পাশ্চাত্যয়ানা ও ইংরেজী শিক্ষার সংস্কারের বশে অনেকেই প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজ ত্যাগে অস্থির হয়ে ওঠেন। কিন্তু সেই চরম পাশ্চাত্যয়ানার স্রোতের মুখে দাঁড়িয়েও হিন্দুধর্ম রক্ষা ও সংরক্ষণে যত্নবান হয়েছিলেন। কারণ তিনি পারিবারিক সূত্রে যেমন বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের আদর্শকে উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনই বিলেতী বিদ্যাতেও ছিলেন অদ্বিতীয়। এর ফলে হিন্দুশাস্ত্র, সভ্যতা ও সমাজের পাশাপাশি ইউরোপীয় শাস্ত্র, সভ্যতা ও সমাজও তাঁর অজানা ছিল না। বরং পাশ্চাত্য শিক্ষাই তাঁকে অনেক বেশি যুক্তিনিষ্ঠ করে তুলেছিল। এই শিক্ষার মানদণ্ডই ভূদেব হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকা ও অন্ধ সংস্কারকে যাচাই করে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই বোধহয় মধুসুদনের মত বিদ্যাসাগেরর সকল ক্রিয়াকর্মের অন্ধ সমর্থক ছিলেন না। কারণ অন্ধ পাশ্চাত্যনুকরণকে যেমন তিনি ঘৃণা করতেন, তেমনিই স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি নিন্দা করাকেও 'মহাপাপ' বলে মনে করতেন।

তাই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্মিলিত নবতর বিদ্যালয় আদর্শে ভারতীয় আর্যদর্শন ও বিজ্ঞানের সঠিক মূল্যায়নে যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি নবীন ভারত গঠনের স্বপ্নে ভূদেব ছিলেন বিভোর। আমরা তাই সেই সংস্কারমুক্ত মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সেইসব অনালোকিত দিকগুলিকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় : ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলীর কালানুক্রমিক পরিচয়।

এই অধ্যায়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলীর কালানুক্রমিক পরিচয় প্রদান করেছি। এই উদ্দেশ্যে আমরা তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশ, উৎসর্গপত্র, ভূমিকা, প্রথমবারের বিজ্ঞাপন ও অধ্যায় বিন্যাসগুলি পর্যন্ত তুলে ধরেছি। এর দ্বারা বিচিত্র ও বিশিষ্ট মানসিকতার অধিকারী গ্রন্থকার ভূদেবকে চেনা অত্যন্ত সহজ হবে। তিনি একটি উপন্যাসজাতীয় রচনা ছাড়াও আরও ষোলোটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের কালানুযায়ী সেগুলির উল্লেখ এখানে আমরা করেছি। এমনকি ভূদেবের মৃত্যুর (১৮৯৪) পর প্রকাশিত চার'টি রচনাও এখানে উল্লিখিত হয়েছে। কোন্ কোন্ রচনা এবং কবে গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে স্ব-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হয়, তারও বিশদ উল্লেখ করা হয়েছে। আশা রাখি, এই অধ্যায় থেকেই সাধারণ পাঠক ও গবেষকের কাছে এক ঝলকে ভূদেবের সৃষ্টি প্রকাশনার সামগ্রিক চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল: ঔপন্যাসিক ভূদেব।

এই অধ্যায়ে আমরা ভূদেবের ঔপন্যাসিক সত্তার পরিচয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কারণ তিনি বাংলা উপন্যাসের না হলেও, বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনক। তাঁর আগে বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি উপন্যাসজাতীয় রচনা পাওয়া গেলেও, ভূদেব সচেতনভাবে স্বদেশী ঐতিহ্যচর্চার সুযোগ হাতছাড়া করেননি। কারণ তৎকালীন নব্যশিক্ষিতদের ইংরেজানুগত্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, নীতিহীনতা ও ঐতিহ্য-বিরোধিতার প্রাবল্যে দাঁড়িয়ে ঐতিহ্যের রক্ষক ও নীতি শিক্ষক ভূদেব বঙ্গবাসীর মঙ্গলসাধনে দেশের ইতিহাসকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাই আমরা দেখিয়েছি, কাহিনীটি ভূদেবের মৌলিক সৃষ্টি না হলেও আমাদের জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যক্ষেত্রে উপন্যাসটির গুরুত্ব অপরিসীম। তবে তিনি কাহিনী বর্ণনার অবসরে যেমন মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনই চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রেও আপন আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। এই রচনায় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনার দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই স্বপ্নাদেশ ও অলৌককিতার পাশাপাশি স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরবর্তীকালের রচনার উপর ভূদেবের রচনার প্রভাবটিও আমরা আলোচনা করেছি। সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঔপন্যাসিক ভূদেবের অবদান কতখানি- তার সামগ্রিক মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়েছি।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম ছিল: প্রবন্ধকার ভূদেব।

এই অধ্যায়ে আমরা প্রকাশিত গ্রন্থের নিরিখে প্রাবন্ধিক ভূদেবের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রথমে প্রবন্ধগুলির কালানুক্রমিক সাধারণ পরিচয় ও পরে বিষয়ানুসারে শ্রেণী বিন্যাস করেছি। অতঃপর

শ্রেণীক্রমিক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণসহ প্রবন্ধগুলির বিস্তারিত আলোচনায় প্রাবন্ধিক ভূদেবের চিন্তা-শৈলীর ব্যাপকতা ও গভীরতা আমাকে বিস্মিত করেছে। আমরা দেখেছি, শিক্ষক ভূদেব যেমন স্কুল-শিক্ষকদের ম্যানুয়েল রচনা করেছেন, তেমনই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পবিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের ফলাফলের সঙ্গেও তাঁর পরিচিতি বিশেষভাবে প্রমাণিত। এমনকি তাঁর রচনাগুলির দ্বারাই তাবৎ মনুষ্য জাতির প্রকৃত ইতিহাস আমরা জ্ঞাত হই। স্বজাতি বৎসল ভূদেব রূপক আর স্বপ্নাশ্রয়ে নবভারতের চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন। আমাদের সমাজ-পরিবারকে রক্ষার তাগিদে দেশাচারের গুরুত্ব নির্ধারণে তাঁর ভূমিকাটিও এখানে আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনারূপে ভূদেবের ঐতিহ্য-সচেতনতাও বিশেষভাবে প্রমাণিত। এই অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা এইসব বিষয়গুলির প্রতি আলোকপাত করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম: সম্পাদক ভূদেব

আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় একজন কৃতি সম্পাদক ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাময়িকপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সরকারী শিক্ষাবিভাগের কার্যে এক সময় তিনি যোগ দেন এবং সরকারী নীতি দেশীয় মানুষদের জ্ঞাত করানোর উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকা প্রকাশের জন্য রাজ-সরকারকেই পরামর্শ দেন। তাঁর এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং একসময় পত্রিকাটির সমস্ত দায়-দায়িত্ব ভূদেবের হাতে আসে। অচিরেই অবশ্য তিনি সম্পাদনার রীতি ও পদ্ধতিতে পত্রিকাটিকে আদর্শস্থানীয় করে তুলতে সমর্থ হন। সরকারী কাজকর্মের সমালোচনাতেও বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। একমাত্র সত্য ও ন্যায়ের আদর্শেই পত্রিকাটি ভূদেবের মানসপুত্ররূপে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিলাভ করে। এই অধ্যায়ে আমরা পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও স্বরূপ সম্পর্কিত তথ্যের নিরিখে সম্পাদক ভূদেবের দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করেছি।

সপ্তম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ছিল: অসাম্প্রদায়িক ভূদেব।

এই অধ্যায়ে আমরা উপন্যাসজাতীয় রচনা ও প্রবন্ধাবলী অবলম্বনে ভূদেবের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবটি তুলে ধরেছি। উনিশ শতকের পটভূমিতে তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দুধর্মের পূনর্জাগরণ ও পুনর্মূল্যায়নে তিনি প্রয়াসী হলেও কখনোই অন্ধভাবে হিন্দু-সংস্কারে আবদ্ধ ছিলেন না। বরং তিনি হিন্দু-মুসলিমের মিলিত এক ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। মুসলমান সমাজের প্রতি এই মানসিকতাই ভূদেবের উদারতার পরিচায়ক। নিরপেক্ষভাবে তিনি মুসলমান সমাজের দোষগুণ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। স্ব-ধর্ম প্রীতি ও সাম্যবোধের গুণে মুসলমান জাতি বলীয়ান— সেকথা ভূদেবই প্রথম তুলে ধরেছিলেন। ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপনেও তাঁর মনোভাব ও উদ্যোগের কারণেই তিনি অসাম্প্রদায়িক মানব ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ হয়ে উঠেছিলেন। আমরা সেই কারণে পরমতসহিষ্ণু, উদার, মানবিক, চিন্তাশীল ও অসাম্প্রদায়িক ভূদেবের পরিচয়টি এখানে তুলে ধরেছি।

অষ্টম অধ্যায়ের নাম ছিল: ভাষারীতি ও গদ্যশৈলী।

ভূদেবের রচনাবলীর গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য এই অধ্যায়ে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁর ব্যবহৃত গদ্যে কাব্যরসের ঝংকার, শব্দপ্রয়োগে মুন্সিয়ানা, সংস্কৃতানুগত্য ও যুক্তিনিষ্ঠা বিষয়ে আমরা আলোকপাত করেছি। আমরা আরও দেখেছি যে, ভাষার সারল্য ও পরিবেশনের অনায়াস দক্ষতায় সুচিন্তিত বক্তব্য বিষয়কে ভূদেব সহজেই প্রতিপাদনে সমর্থ হয়েছেন। এমনকি রচনার বিষয়ানুসারে তিনি ভাষার ব্যবহার করলেও, কখনও জটিল শব্দ প্রয়োগ বিষয়বস্তুকে পাঠকের কাছে দুরূহ করে তোলেননি। বরং বলা যেতে পারে যে, তাঁর শুচিশুভ্র ব্যক্তিত্বের দ্বারাই যেন গদ্যের শৃঙ্খলা ও যুক্তিনিষ্ঠতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলেই এই গদ্যের প্রসাদগুণ অনায়াসলভ্য। তাই আমরা এখানে বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ভাষার ঋজুতা, মাত্রাবোধ, আবেগহীনতা, শোভনতা, অনাড়ম্বরতা ও পরিভাষা নির্মাণের মুন্সিয়ানায় বাংলা গদ্যে শিল্পী ভূদেবের অবদানের মূল্যায়ন করেছি।

উপসংহার:

এই দীর্ঘ আটটি অধ্যায়ে আমি উনিশ শতকের স্বতন্ত্র মনীষী ভূদেবে মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ সত্তাটিকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। বস্তুতঃ ব্যক্তি ও শিল্পীসত্তার স্বকীয়তাই যে ভূদেব-মনীষার প্রকৃত পরিচয়— তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বদেশ ও স্বজাতি ঐতিহ্য আর আদর্শকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে তিনি যে জাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশের পন্থা নির্দেশ করেছিলেন, তা আজও বিরল। মোটকথা সমগ্র জীবনের নানাবিধ কর্মধারা ও সাহিত্যকৃতির মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির প্রতি ভূদেবের কল্যাণকামী মনোভাব দেশ ও জাতির মঙ্গলসাধনে একান্তভাবে অবশ্য অনুকরণীয়। এমন কি তাঁর একনিষ্ঠ স্বাজাত্যবোধ, গভীর স্বদেশপ্রেম এবং নির্ভীক ব্যক্তিত্ব বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাই আজকের যুগেও ভূদেব-প্রতিভার প্রয়োজন ও মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরী।